গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০২.১১.০০১.২২- ২০২২

তারিখ: ২৮/০৬/১৪২৯ বঃ
০৬/১০/২০২২ খ্রিঃ

বিষয় : ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : সুরক্ষা সেবা বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের নিমিত্ত গত ২২/০৯/২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার নির্দেশনা।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন বই আকারে প্রকাশের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর অংশের বার্ষিক প্রতিবেদনের কপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বার্ষিক প্রতিবেদনের বই-২৮ পৃষ্ঠা।

০৬/১০/2022

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ মাইন উদ্দিন, বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি, জি, এমফিল
মহাপরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮-৩৬১৪

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি বিতরণ:

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

C:\Users\Reform Cell\Downloads\...docx

"দুর্ঘটনা-দুর্যোগে, সবার পাশে সবার আগে"

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

“দুর্ঘটনা-দুর্যোগে, সবার পাশে সবার আগে”

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

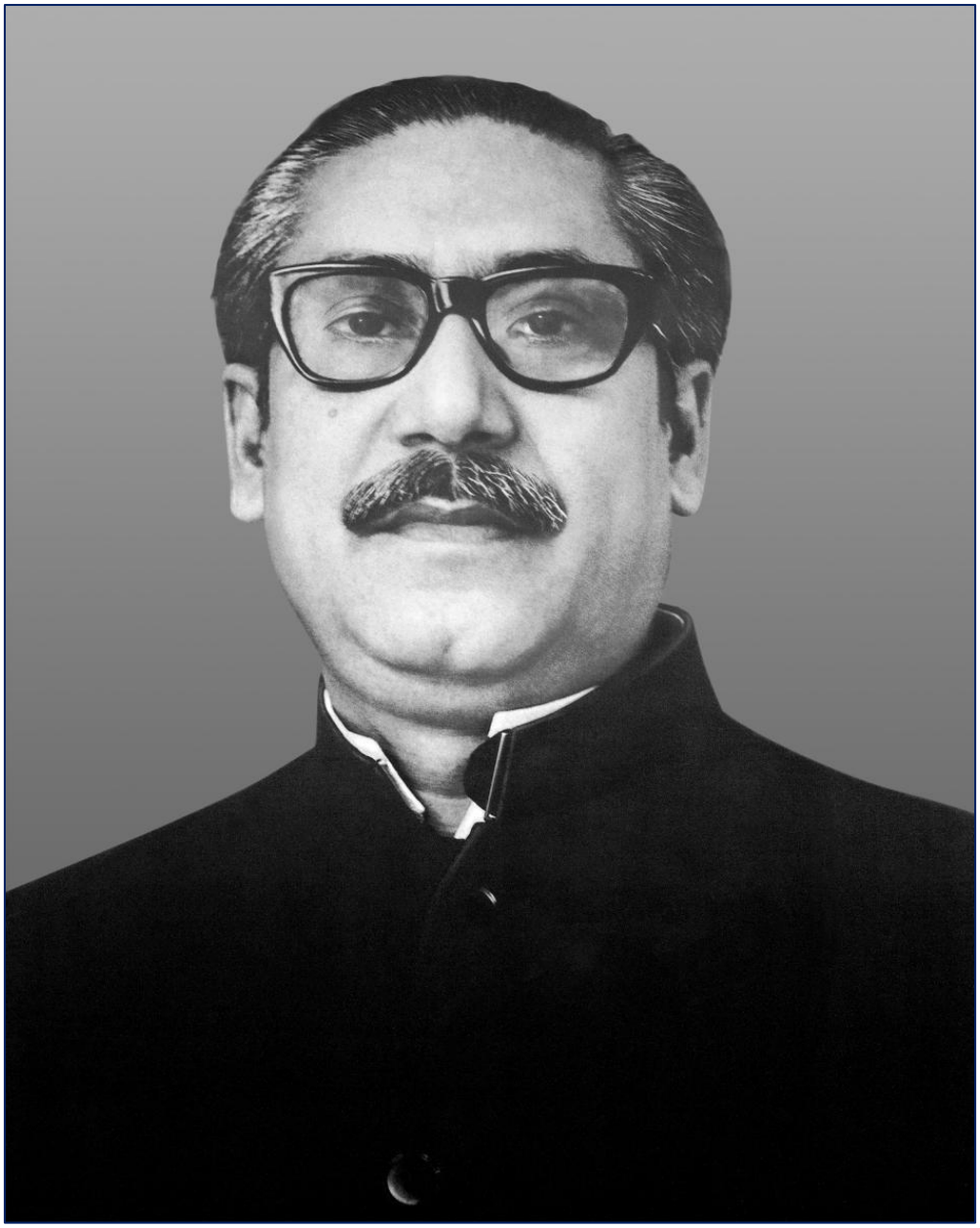

“সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন।”

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“দেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হবে।” - মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১. ভূমিকা: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন সরকারের একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। দুর্জয় সাহস, অমিত মনোবল আর দৃঢ়প্রত্যয়ে গতি, সেবা ও ত্যাগের মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ সর্বদা মানব সেবায় নিয়োজিত। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সকল দুর্যোগে সরকারের প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বর্তমানে অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণসহ অন্যান্য বহুমাত্রিক সেবায় নিয়োজিত। বর্তমানে সরকার এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় একদিকে প্রতিষ্ঠানটির সেবার গুণগতমান উন্নীত হয়েছে, অপরদিকে প্রতিষ্ঠানটির সেবামূলক কার্যক্রমও সম্প্রসারিত হয়েছে।

২. ক্রমবিকাশ

১৯৩৯-৪০ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে কলকাতা শহরের জন্য কলকাতা ফায়ার সার্ভিস এবং অবিভক্ত বাংলার জন্য (কলকাতা ব্যতীত) বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির পর বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস নামে আত্মপ্রকাশ করে। তৎকালীন ঢাকার সদরঘাট ফায়ার স্টেশন পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস হেডকোয়ার্টার্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং মিঃ এম আর ভূঁইয়া পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস-এর নাম পরিবর্তন করে করা হয় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস পরিদপ্তর।

১৯৭৮ সালে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তর ঢাকার সদরঘাট থেকে ঢাকার কাজী আলাউদ্দীন রোডে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৮১ সালের ৯ এপ্রিল ফায়ার সার্ভিস পরিদপ্তর এবং সিভিল ডিফেন্স পরিদপ্তরের সমন্বয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের রেসকিউ ইউনিটকে এর সাথে সংযুক্ত করা হয়।

২০১৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি 'ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নারী কল্যাণ সমিতি' মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধন লাভ করে।

২০১৬ সালের ৬ ডিসেম্বর ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুগ্রহপূর্বক ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে ২০ কোটি টাকা সিডমানি প্রদান।

২০১৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর স্টেশন অফিসার, সমমান পদ এবং ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টর পদের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

২০২০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি লিডার এবং ফায়ারম্যান ও সমমান পদের বেতন ১৮তম থেকে ১৭তম গ্রেডে উন্নীত হয়।

২০২০ সালের ২৬ জুলাই সরকারি কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার ৮ লাখ এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ৪ লাখ টাকা প্রাপ্তি সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অনুদান নীতিমালায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০২০ সালের ২৩ আগস্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যবহৃত ৩ রঙের ইউনিফরমের ডিজাইন, রং ও পেটেন্ট-এর নিবন্ধন স্বত্ব লাভ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর অপারেশনাল কাজে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে অপারেশনাল কর্মীদের জন্য রাষ্ট্রীয় পদক প্রদানের লক্ষ্যে পদক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

২০২২ সালের ২৯ আগস্ট ফায়ার সার্ভিসের ১৩ সদস্যকে যারা সীতাকুণ্ডের বিএম কনটেইনার ডিপোর অগ্নিদুর্ঘটনায় নিহত তাদের 'অগ্নি বীর' খেতাব প্রদানের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

৩. রূপকল্প : অগ্নিকাণ্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবিলা ও নাগরিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্ষমতা অর্জন।

৩.১ অভিলক্ষ্য : দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৪. জাতির পিতার প্রতিকৃতি ও সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন : মহাপরিচালক পদে যোগদানের পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও সমাধিতে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাইন উদ্দিন, বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি, জি, এম ফিল মহোদয়। ২ জুন বৃহস্পতিবার সকাল ১০-০০টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে অবস্থিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে এবং ১৩ জুন সোমবার সকাল ১০-০০টায় গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় অবস্থিত জাতির পিতার সমাধিতে তিনি ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

৩২ ধানমন্ডিতে ২ জুন ২০২২ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে মহাপরিচালক মহোদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন (বাঁয়ে) এবং তারপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন

টুঙ্গীপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে মহাপরিচালক মহোদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন (বাঁয়ে) এবং সেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতির সামনে মহাপরিচালক মহোদয়ের কিছু সময় অবস্থান

৫. বর্তমান সরকারের সময়ে ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র :

ক্রম	ফায়ার স্টেশন/সাজ-সরঞ্জামের বিবরণ	২০০৮-২০০৯	২০২১-২০২২
১	ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা	২০৪টি	৪৮৯টি
২	অগ্নিনির্বাপণ গাড়ি (পানিবাহী গাড়ি)	২২৭টি	৬১৭টি
৩	পাম্প টানা গাড়ি/টোয়িং ভেহিক্যাল	২৫০টি	১৩২২টি
৪	ফায়ার পাম্প	৪৫০টি	১৫৭০টি
৫	অ্যাম্বুলেন্স	৫০টি	১৯২টি
৬	উঁচু মইয়ের গাড়ি (টিটিএল, এপিএল, স্নোরকেল ইত্যাদি)	০৩টি	২৪টি
৭	ফোম, কেমিক্যাল, হ্যাজমেট ও ব্রিদিং টেন্ডার; ড্রোন, লুফ-৬০	-	৩৫টি
৮	উঁচু ভবনে কাজ করার সক্ষমতা	৪৩ মিটার (১২ তলা)	৬৪ মিটার (২০ তলা)
৯	জনবল বৃদ্ধির চিত্র	৬,১৭৫ জন	১৪,৪৪৩ জন
১০	রাজস্ব বাজেট	১৩৭.৬২ কোটি টাকা	৮২৮.৭৩ কোটি টাকা
১১	উন্নয়ন বাজেট	১১৮.৭৯ কোটি টাকা	৩৫০.০৫ কোটি টাকা

ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র : বর্তমান সরকারের সময়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবার সক্ষমতা আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন: উঁচু ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজ করার ক্ষেত্রে আগের সক্ষমতা ছিল ৪৩ মিটার (১২/১৩ তলা পর্যন্ত), বর্তমানে হয়েছে ৬৪ মিটার (২০ তলা পর্যন্ত)। এটি আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ৬৮ মিটার (২২ তলা পর্যন্ত) উচ্চতায় কাজ করতে সক্ষম ৫টি টিটিএল গাড়ি ক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এগুলো ফায়ার সার্ভিস বহরে যুক্ত হবে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির চিত্র ওপরে দেয়া ছকে তুলে ধরা হয়েছে।

লৌজং ফায়ার স্টেশন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়কে স্বাগত জানান অধিদপ্তরের মহাপরিচাল মহোদয়

৬. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়ন: প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন সেবা সহজীকরণ, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের সাথে বিভাগীয়/ আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে তার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর ব্যাপক বিস্তারের কারণে নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়নে এ অধিদপ্তরের চুক্তি বাস্তবায়নের হার ৯২.০৪%। উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদন সূচক হলো: অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার কার্যক্রম ও চিকিৎসা সেবা পরিচালনা, দুর্ঘটনারোধে জনসচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শপিংমল, হাটবাজার, বিপণিবিতান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বহুতল/বাণিজ্যিক ভবন ও বস্তি এলাকায় মহড়ার আয়োজন; টপোগ্রাফি ও গণসংযোগ পরিচালনা; অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থাদি জোরদারকরণে পরিদর্শন, ফায়ার লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রদান; অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ভূমিকম্প সম্পর্কে জনসাধারণ, শিক্ষার্থী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান; নতুন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুতকরণ ও বর্তমান ভলান্টিয়ারদের সতেজকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রমসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন; প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। ২০২১-২২ অর্থবছরে কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ৩৫টি ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ১৭টি মোট ৫২টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার, সিটিজেন চার্টার ও তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম সূচক এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের এপিএ টিম কাজ করেছে এবং ১ জন কর্মকর্তাকে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৭. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন : স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি অন্য দপ্তরসমূহের মতো ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরেও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রবর্তন হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি নির্দেশনা

অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং এর বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয় সমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এপিএসহ এর মূল্যায়নে এ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের হার ৯২.০৪%। শুদ্ধাচারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো : নৈতিকতা কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (বদলি ও পদায়ন) নীতিমালার খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিগত অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর ম্যানুয়েল প্রস্তুতকরণ, ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ, কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম, গণশুনানি আয়োজন, দুর্নীতি রোধকল্পে অধিদপ্তরসহ অধীনস্ত সকল দপ্তরে বিভিন্ন দুর্নীতি বিরোধী স্লোগানযুক্ত ব্যানার ফেস্টুন স্থাপন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় স্টোরের কার্যক্রম অনলাইনে রূপান্তরকরণ, অধিদপ্তরে কর্মরতদের সঠিক সময়ে উপস্থিত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা চালুকরণ, ই-অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রতিটি ট্রেড লাইসেন্সে নিকটস্থ ফায়ার স্টেশন ও বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নম্বর সংযুক্তকরণ, ফায়ার সার্ভিসের হটলাইন নম্বর চালুকরণ, স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধস্তন কার্যালয় অডিট, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির অধীন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর নেতৃত্বে ৯ সদস্যের নৈতিকতা উপকমিটি কাজ করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা হয়েছে। তাছাড়া শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা অনুসরণ করে ২০২১-২২ অর্থবছরে অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করার জন্য মনোনীত করে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

৮. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস-এর কার্যক্রম: Sustainable Development Goal (SDG) বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে (২০২১-২০২২ অর্থবছরের) ফায়ার সার্ভিস ও ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) এসডিজির লক্ষ্য ১.৫ অনুযায়ী ২০৩০ সালে মধ্যে যারা ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে রয়েছে দুর্যোগে তাদের ক্ষতি হ্রাসে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এগুলো হলো :

(১) অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও সরঞ্জামগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ১৫৬ প্রকল্প, ২৫ প্রকল্প, ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প, ফায়ার এন্ড রেসকিউ স্পেশাল অপারেশন উইং (FARSOW), স্ট্রেংদেনিং অ্যাবিলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (SAFER) প্রকল্প, এক্সপানশান অব অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসেস অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স প্রকল্পসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে সারাদেশে ৪৮৯টি ফায়ার স্টেশনের মাধ্যমে অপারেশানল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

(২) গত অর্থবছরের ১২-১৩ জুন তারিখে অধিদপ্তরের ২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এসডিজির সাথে সম্পৃক্ত এএমএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩) অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ১৪৪৪৩ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

(৪) ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে থাকা জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের নিয়মিত অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

(খ) নির্দেশনা অনুযায়ী অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সসহ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এসডিজি বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়েছে। এছাড়া ট্রেনিং কমপ্লেক্সের প্রশিক্ষণ মডিউলে বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এসডিজি বিষয়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(ঙ) নতুন প্রকল্প প্রণয়নকালে সকল বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল ধারণাকে সম্পৃক্তকরণ, প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অংশীজনের মতামত মূল্যায়ন করা হয়েছে।

(জ) মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের ৩,২৪৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী দেশে-বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

(ঝ) এসডিজি বাস্তবায়নে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রম চলমান। সারাদেশে ভূমিকম্পসহ যে কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য ইতোমধ্যে ৪৯,৪৪৯ জন ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২২১০ জনকে নতুন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২২৭ জনকে সতেজকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ঞ) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত এসডিজি লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।

৯. শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান: অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করে আসছে। কর্মদক্ষতা, স্বচ্ছতা, সততা, কর্তব্য সম্পাদনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, বিধি বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তথ্য প্রযুক্তিতে উৎসাহ ইত্যাদি গুণাবলি বিবেচনায় গত অর্থবছরে এ অধিদপ্তরের ২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ পুরস্কারের আওতায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের সনদপত্র এবং ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

১০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত ৪০টি ফায়ার স্টেশন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৪০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন। এগুলো হলো : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশন; মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান ও মুন্সিগঞ্জ সদর; রাজবাড়ী জেলার কালুখালী; কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম, ইটনা, নিকলী, পাকুন্দিয়া, মিঠামইন ও হোসেনপুর; খাগরাছড়ি জেলার পানছড়ি; খুলনা জেলার দাকোপ ও বটিয়াঘাটা; গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া; চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ, জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী ও জামালপুর সদর; টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল; ঢাকা জেলার কল্যাণপুর; নেত্রোকোনা জেলার পূর্বধলা; নোয়াখালী জেলার কবিরহাট; ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর সদর; বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট; বান্দরবান জেলার থানচি ও রুমা; ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর; ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর; মাগুরা জেলার মাগুরা সদর; মাদারীপুর জেলার কালকিনি; মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর, দৌলতপুর ও সাটুরিয়া; যশোর জেলার কেশবপুর, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, যশোর ক্যান্টমেন্ট ও যশোর সদর; সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা; সুনামগঞ্জ জেলার দুয়ারীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট ফায়ার স্টেশন।

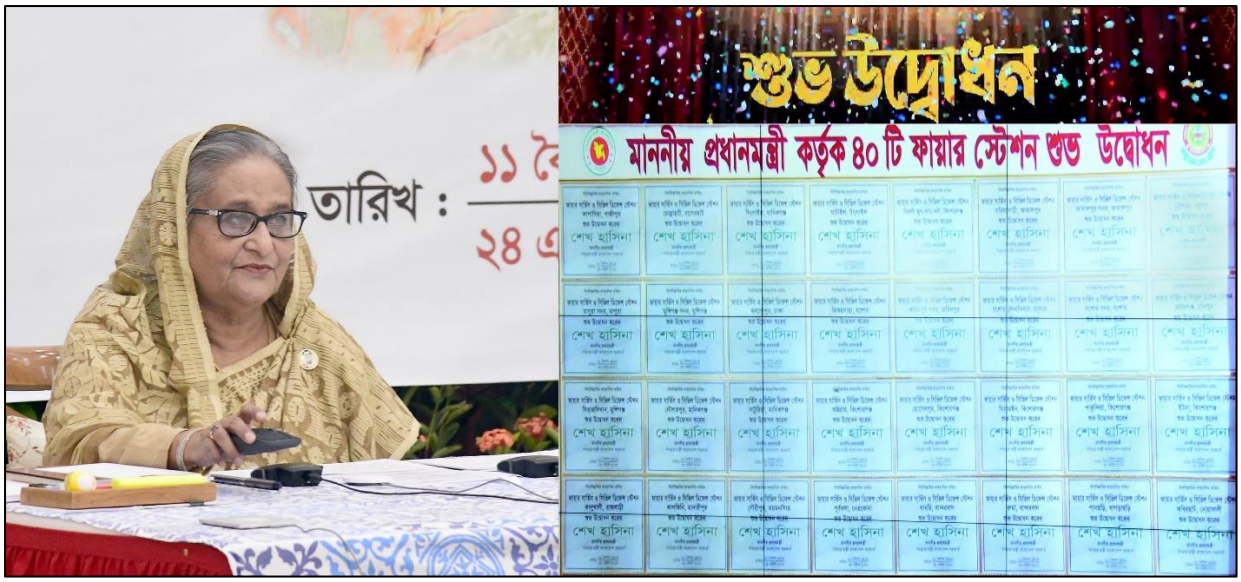

২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণসম্পন্ন ৪০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন

৪০টি ফায়ার স্টেশন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফায়ার সার্ভিস প্রান্তে অন্য অতিথিদের সাথে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

১১. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২১ উদযাপন: ২০২১ খ্রিঃ-এর ৪ থেকে ৬ নভেম্বর সারাদেশে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত কর্মসূচি নিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ পালিত হয়। ২০২১ সালের ০৪ নভেম্বর ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২১-এর শুভ উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি। এ সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের তৎকালীন সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিচালকগণসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। জনসচেতনতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং জনসম্পৃক্ততার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর এই কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ-২০২১-এর শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় সুরক্ষা সেবা বিভাগের তৎকালীন সচিবসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন

১২. বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় পদক প্রদান: ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ নভেম্বর ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহের সমাপনী দিবসে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাষ্ট্রীয় পদক প্রদান করা হয়। অপারেশনাল কাজে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য এদের মনোনিত করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২১ এর সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সুরক্ষা সেবা বিভাগের তৎকালীন সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন পদকপ্রাপ্তদের পদক পরিয়ে দেন। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় পদকের সংখ্যা প্রতি বছরের জন্য ৪টি থেকে বৃদ্ধি করে ৫০টি এবং সম্মানী ১০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকায় নির্ধারণ করেছে। পদকপ্রাপ্তদের মাসিক সম্মানীর পরিমাণও ১৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে।

পেশাগত কাজে অসীম সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রীয় পদক পরিয়ে দিচ্ছেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের তৎকালীন সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন

১৩. ফায়ার সার্ভিসের কার্যাবলি

(১) অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নিপ্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা এবং যেকোনো দুর্ঘটনা/দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য পরিচালনা;

(২) দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গুরুতর আহতদের দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ এবং রোগীদের অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান;

(৩) অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক অগ্নিদুর্ঘটনাসহ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলা ও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা;

(৪) বহুতল ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প কারখানা ও বস্তি এলাকায় অগ্নিদুর্ঘটনা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান ও মহড়া পরিচালনা করা;

সীতাকুন্ডে হতাহতের বিষয়ে গণমাধ্যমে কথা বলছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়

সিলেটের বন্যার সময় ফায়ার সার্ভিসের খাদ্য সহায়তা প্রদান

(৫) অধিদপ্তরের কর্মীদের অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৬) বহুতল ভবনের অগ্নিনিরাপত্তামূলক ছাড়পত্র প্রদান ও ছাড়পত্রের শর্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

(৭) আন্তর্জাতিক অগ্নিনির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহের সংগে যোগাযোগ রক্ষা এবং এতদসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে প্রতিনিধিত্ব করা;

(৮) অগ্নিনির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(৯) অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকারী সাজ-সরঞ্জাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(১০) জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এ পুলিশ বাহিনীর সাথে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করা;

(১১) অগ্নিপ্রতিরোধসহ যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

(১২) জান-মালের নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা;

(১৩) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নিপ্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(১৪) ওয়্যারহাউজ ও ওয়ার্কশপসমূহ পরিদর্শন, পরামর্শ ও শর্ত সাপেক্ষে নতুন ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন করা;

(১৫) যুদ্ধকালীন সময়ে বিমান হামলার হাত থেকে রক্ষার জন্য হুঁশিয়ারি সংকেতের মাধ্যমে সরকারি, আধাসরকারি ও সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা।

সীতাকুন্ডের বিএম কনটেইনার ডিপোর অগ্নিনির্বাপণের দৃশ্য

বিএম কনটেইনার ডিপোর আগুনে মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রেস ব্রিফিং

১৪. ফায়ার সার্ভিসের নতুন নতুন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ : বর্তমান সরকার এ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি এর সেবাক্ষেত্রও অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবাহিনী জঙ্গিবিরোধী যৌথ অভিযানে অংশ নিচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১৯৯ জনকে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার প্রাক্কালে তা প্রতিরোধে এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে ফায়ার সার্ভিস। এছাড়া, দুর্যোগ/দুর্ঘটনা কবলিত হতাহতের পাশাপাশি পশু-পাখি-প্রাণী উদ্ধার, অসুস্থ/বৃদ্ধ/প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর চলাচলে সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রমও সম্পাদন করছে। ঈদ ও নানা অনুষ্ঠান-উৎসবে ঘরমুখো মানুষের নিরাপত্তায় লঞ্চ টার্মিনালগুলোতে ইউনিট মোতায়েন, ঝড়ে বিপর্যস্ত রাস্তা যান চলাচলের উপযোগীকরণ ইত্যাদি বহুমাত্রিক সেবাকাজে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। বহুমুখী পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এখন গণমানুষের আস্থা আর নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

উৎসবে ঘরমুখো মানুষের নিরাপত্তায় ফায়ার সার্ভিসের অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

ডিউটিরত নৌ টহল ইউনিটের সদস্যগণ

১৫. ফায়ার স্টেশনের পরিসংখ্যান : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুসরণে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নের জন্য ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নতুন নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ শেষে চালু করা হচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে সারাদেশে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এ বিভাগের সেবার মানও সম্প্রসারিত হবে। বর্তমানে সারাদেশে চালু ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৪৮৯টি। চলমান প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা হবে ৫৪৩টি। এ অর্থবছরে নতুন ৪০টি ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে।

ক্রম	বিভাগের নাম	''এ'' শ্রেণি	''বি'' শ্রেণি	''বি'' স্থল কাম নদী	''সি'' শ্রেণি	নদী	মোট	মন্তব্য
১.	ঢাকা বিভাগ	৩৫	৫১	২	১৮	৫	১১১	২০০৮ সালে স্টেশন ছিল ২০৪টি। ২০০৯ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ২৮৫টি ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে।
২.	ময়মনসিংহ বিভাগ	৫	১৭	০	১০	০	৩২	
৩.	চট্টগ্রাম বিভাগ	২৫	৫৩	০	১৬	২	৯৬	
৪.	রাজশাহী বিভাগ	৭	৪১	০	১৭	১	৬৬	
৫.	রংপুর বিভাগ	৬	৪০	০	১৩	০	৫৯	
৬.	খুলনা বিভাগ	৮	৩৭	১	৮	১	৫৫	
৭.	বরিশাল বিভাগ	৩	২৬	০	১০	২	৪১	
৮.	সিলেট বিভাগ	২	১৯	০	৮	০	২৯	
	সর্বমোট =	**৯১**	**২৮৪**	**৩**	**১০০**	**১১**	**৪৮৯**	

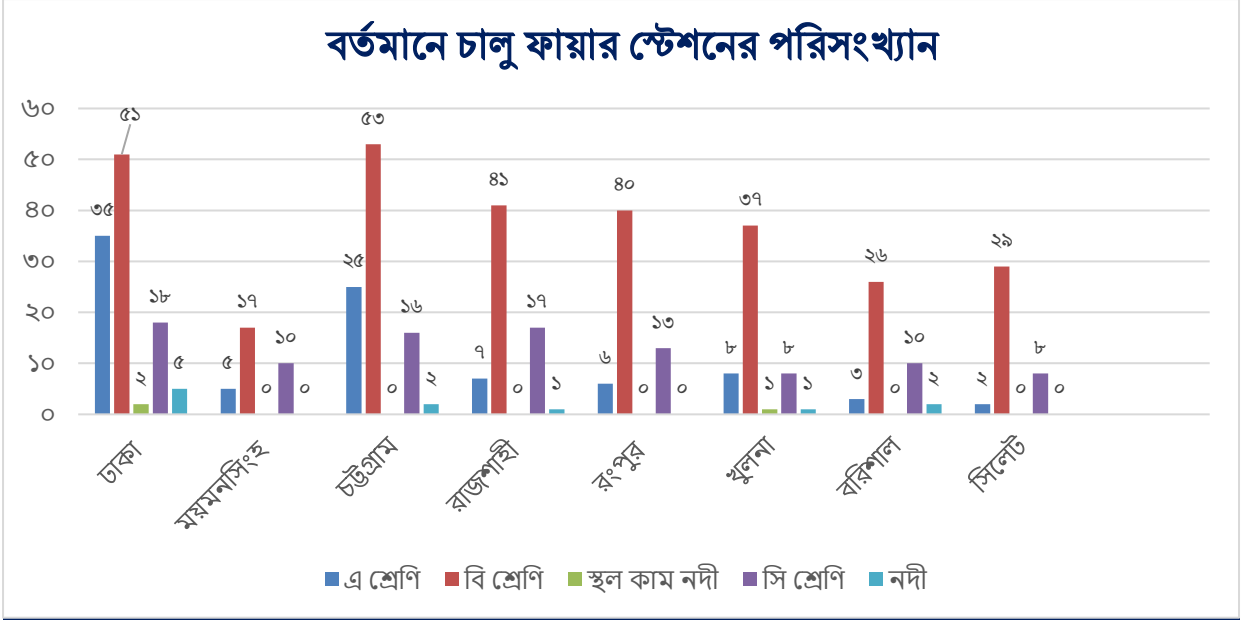

১৬. মহড়া কার্যক্রম: অগ্নিঝুঁকি সফলভাবে মোকাবেলার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা নিয়মিত জরিপ করার কার্যক্রম গত অর্থবছরেও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, শপিংমল ও হাটবাজারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং বস্তিসমূহে বছরব্যাপী মহড়া পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব মহড়া ও গণসংযোগে স্টেকহোল্ডারগণও অংশ নেন। এতে দুর্যোগ-ঝুঁকি কমে আসার পাশাপাশি দুর্যোগে সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। নিচে ২০২১-২২ অর্থবছরে মহড়ার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	শপিংমল/ হাটবাজারে	বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনে	হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে	বস্তিতে মহড়া	সরকারি প্রতিষ্ঠানে	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে
২,০৮৯টি	২,৬৫০টি	৫৭৫টি	৩৭৫টি	১১৫৪টি	৪,৯৫৪টি	১৪,০২৫টি

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মহড়ার স্থিরচিত্র

মহড়া শেষে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয়ের বক্তব্য

১৭. বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত বহুতল/বাণিজ্যিক ভবনের ছাড়পত্র প্রদানঃ অগ্নিনিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে বিভিন্ন শর্তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত বহুতল ভবন বা বাণিজ্যিক ভবনের ছাড়পত্র

প্রদান করা হয়ে থাকে। সেবা গ্রহণকারীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সেফটি প্লান যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে নির্ধারিত নিরাপত্তা শর্তপূরণের শর্তে এসব ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রদানকৃত ছাড়পত্রের পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রম	বিষয়	আবেদনের সংখ্যা	ছাড়পত্র প্রদানের সংখ্যা
১	বিদ্যমান বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবন	১৩১৮টি	৮৫৪টি
২	প্রস্তাবিত বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবন	১২৯৫টি	৯৬৪টি

১৮. মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ, গণসংযোগ ও পরিদর্শন: ২০২১-২২ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক অগ্নিকান্ড ও দুর্ঘটনা রোধে সারা দেশে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে মোট ৪,৮৭,৯২৬ জন সাধারণ নাগরিককে মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ১৯,৫৫১টি গণসংযোগ ও টপোগ্রাফি সম্পন্ন করা হয়েছে। ১২৯৯টি বহুতল ভবন এবং ৪,৮০৮টি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে।

১৯. পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, মহড়া ও সার্ভে: পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সেখানে কর্মীদের সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা চালু করেছে ফায়ার সার্ভিস। বেশ কয়েক বছর ধরে এ বিষয়ে বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। নামমাত্র সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে পেশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৯৫০টি কোর্সের (প্রতিটি কোর্স ২ দিনব্যাপী) মাধ্যমে মোট ১,১১,০০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এই সেবা সুবিধার আওতায় মোট ১৯৫৮টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে মহড়া পরিচালনা করা হয়েছে এবং অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে ৬৬টি পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবনে সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০. কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ ও ভলান্টিয়ার্স ডে পালন: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে ৬২ হাজার ভলান্টিয়ার প্রস্তুতের অংশ হিসেবে এ পর্যন্ত ৪৯,৪৪৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরেও ২,২১০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২২৭ জন পূর্বে প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ারকে সতেজকরণ কোর্স করানো হয়েছে। বিভিন্ন দুর্যোগে ভলান্টিয়ারদের অনেকেই ফায়ার সার্ভিসের সাথে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ করছেন। ৫ ডিসেম্বর ২০২১ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উদ্যোগে মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স ডে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শোভাযাত্রাসহ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করা হয় এবং বিভিন্ন দুর্যোগে স্বঃতস্ফূর্তভাবে সাড়া প্রদান ও সাহসিকতা প্রদর্শনের স্বীকৃতি হিসেবে সারাদেশ থেকে নির্বাচিত ভলান্টিয়ারদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

৫ ডিসেম্বর ২০২১ ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সে আন্তর্জাতিক ভলান্টিয়ার্স ডে পালন (বাঁয়ে) এবং স্বপ্নের পদ্মা সেতুরে শুভ উদ্বোধন দিনে ফায়ার সার্ভিসের বর্ণিল শোভাযাত্রা

২১. ফায়ার সেফটি ম্যানেজার ও ফায়ার সায়েন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্স: দেশে অগ্নিনিরাপত্তা বৃদ্ধিতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ৬ মাস ব্যাপী "Fire Safety Manager Course" এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে "Fire Scince & Occupational Safety Course" নামের দুটি ট্রেনিং কোর্স চালু করা হয়েছে, যেখানে বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ দু ধরনের কোর্স চলমান আছে। যেখানে ২০২১-২২ অর্থবছরে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ৫৫৬ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

২২. জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯-এর কার্যক্রম: জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান করা হচ্ছে। এ সেবার সুবিধা ব্যবহার করে সাধারণ মানুষ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৭,৬২৯টি কলের মাধ্যমে বিভিন্ন জরুরি সেবা গ্রহণ করেছেন। এসব কলের মধ্যে ২১,১১৪টি ছিল অগ্নিকান্ড সম্পর্কে, ৮,৭৩০টি ছিল সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত এবং ৮,৬৯৫টি কল ছিল অ্যাম্বুলেন্স সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত। এর বাইরে ফায়ার সার্ভিসের অন্যান্য নানা ধরনের আরো ৩৯,০৯০টি কল ৯৯৯-এ রিসিভ করা হয়েছে। এসব দুর্ঘটনার সংবাদ গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। পুলিশ সদস্যদের সাথে ফায়ার সার্ভিসের ৮ জন ফায়ারফাইটারকে জাতীয় জরুরি সেবার নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পালাক্রমে সার্বক্ষণিক ডিউটিতে নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

২৩. অ্যাম্বুলেন্স সেবা: বর্তমান সরকারের সময়ে ইতোমধ্যে ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা ৫০টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫টি করা হয়েছে। এই ১৯৫টি অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ৩টি অচল এবং ৮টি অ্যাম্বুলেন্স মেরামতের জন্য কারিগরি কারখানায় রয়েছে। বাকি ১৮৪টি সচল অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী জরুরি রোগী হাসপাতালে স্থানান্তরের সেবা দেয়া হয়েছে। দুর্যোগকালীন ও শান্তিকালীন দুই সময়েই এই সেবা ২৪ ঘন্টা দেয়া হয়ে থাকে। প্রতি কি.মি. ৯ টাকা হিসেবে ১ম ০৮ কি.মি. ১০০/- এবং ১ম ১৬ কি.মি. ১৫০/- সার্ভিস চার্জ নিয়ে এ সেবা দেয়া হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে অ্যাম্বুলেন্স কল হয়েছে সর্বমোট ১৫,৫৭০টি; রোগী পরিবহণ করা হয়েছে ১৪,৭৪৪ জন এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায় হয়েছে ৩৮,৮৬,৭৭৭/- (আটত্রিশ লাখ ছিয়াশি হাজার সাত শত সাতাত্তর) টাকা।

২৪. নতুন ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন: বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে ১১,৫৬৬টি ও নবায়ন করা হয়েছে ৪৮,৬৮৫টি এবং এ বাবদ মোট রাজস্ব আদায় হয়েছে ৯,৭৩,০৪,৫০৯ টাকা। এর মধ্যে নতুন লাইসেন্স ইস্যু বাবদ আদায় হয়েছে ১,৩১,৭৬,৪৩৮ টাকা এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ আদায় হয়েছে ৮,৪১,২৮,০৭১ টাকা।

২৫. অনলাইনে ই-ফায়ার লাইসেন্স আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম: শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও জোরদার করার লক্ষ্যে ফায়ার লাইসেন্স প্রদানের যে প্রচলিত পদ্ধতি চালু রয়েছে তাতে প্রযুক্তি সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসেবে নাগরিক সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে গতানুগতিক পুরানো পদ্ধতির পরিবর্তে ই-ফায়ার লাইসেন্স চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাইলট প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় এই পদ্ধতি চালু করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরেও ঢাকা জেলার অধীনে সরবরাহকৃত ফায়ার লাইসেন্স-এর ১০০% আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হয়েছে। ই-ফায়ার লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়াও পর্যায়ক্রমে সারাদেশে শতভাগ চালু করে তা চলমান রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২৬. অনলাইন সেবা কার্যক্রম: সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই গভর্নেন্স অধিশাখার নির্দেশনা অনুসরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন ধরনের সেবাকে সহজিকরণ ও অনলাইন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ই-ফায়ার অ্যান্ড সেফটি সেবা, বহুতল ভবনের অনাপত্তি সনদ প্রদান সেবা, অনলাইন স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ, ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সে ভর্তি, ফায়ার সাইন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল সেইফটি কোর্সে ভর্তি, প্যাকেজ সেলের মাধ্যমে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন ও তথ্যসেবা প্রাপ্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের অপারেশনাল সেবার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য এখন আর কাউকে অধিদপ্তরে বা বিভাগীয় অফিসে যেতে হয়না, আমাদের ওয়েবসাইটে এসব তথ্য হালনাগাদ আকারে দেয়া আছে বিধায় দেশের যেকোনো প্রান্তে বসে সবাই এই সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

২৭. ন্যাশনাল হাইওয়ে টহল ইউনিট মোতায়েন: দুর্ঘটনায় বিশেষ করে সড়ক দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের সময় হ্রাস করার লক্ষ্যে হাইওয়েসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৯০টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস এর র‍্যাপিড রেসকিউ ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে, যা সংক্ষেপে টহল ইউনিট নামে পরিচিত। দ্রুততম সময়ে অগ্নিকান্ড/দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরেও এ ইউনিটের কার্যক্রম সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। শুধু সড়ক দুর্ঘটনা নয়, বরং বিভিন্ন সময় অগ্নিদুর্ঘটনাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনায়ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে এসব ইউনিট থেকে রেসপন্স করা হয়ে থাকে। সার্বক্ষণিক গাড়ি-পাম্প ও জনবল নিয়ে প্রস্তুত এবং স্টেশন থেকে গ্যাপ এরিয়াগুলোতে নিয়োজিত থাকার কারণে দুর্ঘটনার সময় সাড়া প্রদানে সময়ক্ষেপণ হয় না। আধুনিক

সাজসরঞ্জামে সজ্জিত অগ্নিনির্বাপণ যান, উদ্ধার যান, টু-হুইলার ওয়াটার মিস্ট ও অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে টহল ডিউটির ব্যবস্থা করায় অগ্নিকান্ড/দুর্ঘটনায় সাথে সাথেই এই ইউনিটের মাধ্যমে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

২৮. ২০২১-২২ অর্থবছরে টহল ইউনিটের কার্যক্রমের পরিসংখ্যান:

বিষয়	ঢাকা	চট্টগ্রাম	সিলেট	বরিশাল	ময়মনসিংহ	খুলনা	রাজশাহী	রংপুর
অগ্নিদুর্ঘটনা	৯৩	২৪০	০৫	২৮	৫৪	১৪	৬৭	১৪
সড়ক দুর্ঘটনা	১৯৪	১৯৪	০৩	৪৫	২৩০	৪৮	৪০২	৩১
অন্যান্য দুর্ঘটনা	৪৮	৩১	-	০৯	৪০	০৪	৭২	২০

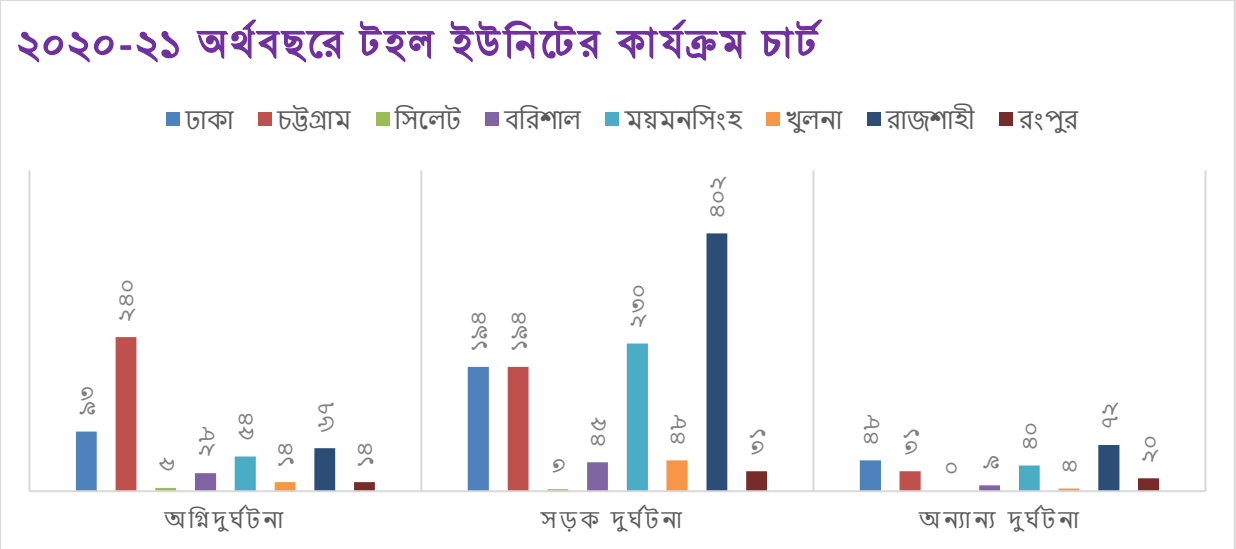

২৯. বিএম কন্টেইনার ডিপো, কদমরসুল, শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম-এ অগ্নিদুর্ঘটনা : গত ৪-৬-২০২২ খ্রিঃ ২১-২৫ ঘটিকায় বিএম কন্টেইনার ডিপো, কদমরসুল, শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম-এ আগুন লেগেছে বলে সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এবং মোবাইল নম্বর ০১৮৩০-৫২৭৪৭৪ হতে সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে কুমিরা ফায়ার স্টেশন ও সীতাকুন্ড ফায়ার স্টেশন ঘটনাস্থলে গমন করে। ২১-৩০ ঘটিকার সময় আগুনে পৌঁছে এর ভয়াবহতা দেখে সাহায্য চাওয়ায় পর্যায়ক্রমে মিরসরাই, আগ্রাবাদ, বন্দর, নন্দনকানন, চন্দনপুরা, বায়েজীদ, কালুরঘাট, লামারবাজার, হাটহাজারী, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ফেনী, ফুলগাজি, মাইজদী ও কুমিল্লা ফায়ার স্টেশন হতে প্রয়োজনীয় জনবল ও গাড়ি-পাম্প অগ্নিকান্ডস্থলে পাঠানো হয়। পরের দিন সকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মহাপরিচালক মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে গত ৫-৬-২০২২ খ্রিঃ তারিখ ৭-৩০ ঘটিকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এ ঘটনায় হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের কন্টেইনার বিস্ফোরণের ফলে ১০ জন বিভাগীয় কর্মী নিহত হন ও ৩ জন নিখোঁজ হন এবং ১৫ জন আহত হন। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুরোধে সেনাবাহিনীর প্রধান সদয় হয়ে আহতদের চট্টগ্রাম সিএমএইচ হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের এবং সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারযোগে গুরুতর ২ জনকে ঢাকায় এনে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করার সুযোগ দেন। বিভাগীয় কর্মীর বাইরে এ ঘটনায় ৯৯ জন আহত হন এবং ৩২ জন নিহত হন। পরবর্তীতে তদন্ত কমিটি গঠন করার মাধ্যমে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য ও প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটন করা হয়।

বিএম কনটেইনার ডিপোর আগুন নির্বাপণে কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিচ্ছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বিএম কনটেইনার ডিপোর আগুনের বিষয়ে ব্রিফ দিচ্ছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়

৩০. নীলক্ষেত বই মার্কেট, নিউমার্কেট, ঢাকার অগ্নিকান্ড : গত ২২-২-২০২২ খ্রিঃ তারিখ ঢাকার নিউ মার্কেট এলাকার নীলক্ষেতে অবস্থিত হযরত শাহজালাল বই মার্কেট, ইসলামিয়া বই মার্কেট ও বাবুপুরা ক্ষুদ্রশিল্প বই মার্কেটে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এবং মোবাইল নম্বর ০১৭১২-৮৪১৬২২ হতে ১৯-৪৩ ঘটিকায় সংবাদ পেয়ে পলাশী ফায়ার স্টেশন, লালবাগ ফায়ার স্টেশন, ধানমন্ডির টহল ইউনিট, সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন ও সূত্রাপুর ফায়ার স্টেশন হতে ১০টি ইউনিট ও প্রয়োজনীয় জনবল ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয় ঘটনাস্থলে গিয়ে অগ্নিনির্বাপণে নেতৃত্ব দেন। পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২০-৫০ ঘটিকার সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ২৩-২-২০২২ খ্রিঃ তারিখ রাত ০৩-০০ ঘটিকার সময় উক্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। অগ্নিকান্ডে সেমিপাকা ৪০টি বইর দোকান এবং আসবাবপত্র পুড়ে যায়। তবে ফায়ার সার্ভিসের কার্যকরী পদক্ষেপে মার্কেটের সহস্রাধিক দোকান রক্ষা পায়। অগ্নিকান্ডে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

নীলক্ষেত বই মার্কেটের আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস

অগ্নিনির্বাপণ শেষে পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) এর প্রেস ব্রিফিং

৩১. ইউনাইটেড লেদার, মইকুলি, রূপগঞ্জ, রূপসী, নারায়ণগঞ্জ-এর অগ্নিদুর্ঘটনা : গত ৪-৮-২০২১ খ্রিঃ তারিখ ১২-১৪ ঘটিকার সময় ইউনাইটেড লেদার, মইকুলি, রূপগঞ্জ, রূপসী, নারায়ণগঞ্জ নামক স্থানে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। মোবাইল নম্বর ০১৭১১-৫৩৯১৫২ হতে সংবাদ পাওয়ার পর ডেমরা ফায়ার স্টেশন হতে গাড়ি-পাম্প ও জনবল অগ্নিকান্ডস্থলে গমন করে। ঘটনার ভয়াবহতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন, হাজীগঞ্জ ফায়ার স্টেশন, আদমজী ইপিজেড ফায়ার স্টেশন, সোনারগাঁও ফায়ার স্টেশন এবং কাঞ্চন নদী ফায়ার স্টেশন হতে প্রয়োজনীয় গাড়ি-পাম্প ও জনবল পাঠানো হয়। পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১৪-৩০ মিনিটের সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ১৮-৪০ ঘটিকার সময় উক্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। আগুনে প্রতিষ্ঠানটির ২য় তলা পাকা

ভবনের নিচতলায় এবং ভবনের সাথে সংযুক্ত ৩০০০ বর্গফুট পরিমাপের টিনশেডে মজুদকৃত লেদার রোল, রেক্সিন ফিনিশড পণ্য ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগুন লাগার কারণ, ক্ষতি ও উদ্ধারের সঠিক পরিমাণ তাৎক্ষণিক জানা যায়নি। আগুনে কোনো প্রকার হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

৩২. সেজান জুস কারখানা, ভূলতা, গাউছিয়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-এ অগ্নিকান্ড : গত ৮-৭-২০২১ খ্রিঃ তারিখ ১৭-৪৪ ঘটিকার সময় হাশেম ফুডস লিঃ-এর সেজান জুস কারখানা, ভূলতা, গাউছিয়া, নারায়ণগঞ্জ নামক স্থানে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। মোবাইল নম্বর ০১৭১৩-০৫৮৬৪১ হতে সংবাদ পাওয়ার পর ডেমরা ফায়ার স্টেশন হতে ৩টি ইউনিট অগ্নিকান্ডস্থলে গমন করে। ঘটনার গুরুত্ব ও ভয়াবহতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে কাঞ্চন নদী ফায়ার স্টেশন, আড়াইহাজার ফায়ার স্টেশন, পূর্বাচল ফায়ার স্টেশন, সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন, আদমজী ইপিজেড ফায়ার স্টেশন, নারায়ণগঞ্জ ফায়ার স্টেশন এবং কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশন হতে গাড়ি-পাম্প ও জনবল অগ্নিনির্বাপণে পাঠানো হয়। ওই দুর্ঘটনায় অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক মহোদয় নেতৃত্ব প্রদান করেন। মহাপরিচালক মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৯-৭-২০২১ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২-৩৫ মিনিটের সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ১০-৭-২০২১ খ্রিঃ তারিখ ১৭-২০ ঘটিকার সময় আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। আগুন লাগার পরও কর্মীদের একটি রুমে আটকে রাখায় প্রতিষ্ঠানের মোট ৫২ জন কর্মী নিহত হন এবং ৩১ জন কর্মী আহত হন। আগুনে ৬ তলা ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে থাকা জুস তৈরির মেশিনারিজ ও মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগুন লাগার কারণ, ক্ষতি ও উদ্ধারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

হাশেম ফুডস-এর সেজান জুস কারখানায় ফায়ার সার্ভিসের অগ্নিনির্বাপণ (বাঁয়ে) এবং ঘটনাস্থলে গণমাধ্যম কর্মীদের উদ্দেশে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি

৩৩. সিটি গ্রুপ, ওয়ার্ড-৬৪, কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকার অগ্নিকান্ড : গত ৩০-৫-২০২২ খ্রিঃ তারিখ সিটি গ্রুপ, ওয়ার্ড নং-৬৪, কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকায় অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। মোবাইল নং ০১৭৫৫-৬৩২৬৮০ হতে ২১-১২ ঘটিকার সময় সংবাদ পেয়ে ডেমরা ফায়ার স্টেশন, পোস্তগোলা ফায়ার স্টেশন, খিলগাঁও ফায়ার স্টেশন এবং সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন হতে গাড়ি-পাম্প ও জনবল অগ্নিকান্ডস্থলে পাঠানো হয়। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় অগ্নিকান্ডস্থলে গমন করেন এবং তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২৩-২০ ঘটিকার সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ৩১-৫-২০২২ খ্রিঃ তারিখ ১০-১০ ঘটিকার সময় আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। অগ্নিকান্ডস্থলে সিটি গ্রুপের ৩০,০০০ বর্গফুট পরিমাপের টিনশেড গোডাউন ও তাতে থাকা প্লাস্টিকের চটের বস্তা, ধান, সরিষা, বাদাম, পোল্ট্রি খাবার ও বিভিন্ন কার্টন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগুন লাগার কারণ, ক্ষতি ও উদ্ধারের পরিমাণ তাৎক্ষণিক নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

ডেমরার সিটি গ্রুপের অগ্নিকান্ডে আগুন নেভানোর কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস

অগ্নিনির্বাপণ শেষে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রেস ব্রিফ

৩৪. রেলওয়ে আয়রন মার্কেট, পোস্তগোলা, শ্যামপুর, ঢাকায় অগ্নিকান্ড : গত ২৭-৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখ রেলওয়ে আয়রন মার্কেট, পোস্তগোলা, শ্যামপুর, ঢাকায় অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ ও মোবাইল নম্বর ০১৯৪৪-৬৬৩৯১৬ হতে ৪-২৫ ঘটিকার সময় সংবাদ পাওয়ার পর পোস্তগোলা ফায়ার স্টেশন, সূত্রাপুর ফায়ার স্টেশন, সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন, সদরঘাট ফায়ার স্টেশন ও ডেমরা ফায়ার স্টেশন হতে জনবল ও গাড়ি-পাম্প ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা হয়। পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৬-২০ ঘটিকার সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ২৮-৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখ ১২-২০ ঘটিকার সময় উক্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। অগ্নিকান্ডে সেমিপাকা ১৬টি জুতার সোল তৈরির কারখানা ও গুদাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের বিস্ফোরণ থেকে এই আগুনের ঘটনা ঘটে। ক্ষতি ও উদ্ধারের পরিমাণ তাৎক্ষণিক নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। অগ্নিকান্ডে কোন আহত-নিহত নেই।

পোস্তগোলার রেলওয়ে আয়রন মার্কেটের ভয়াবহ আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ফায়ার সার্ভিসের (বাঁয়ে)। নিয়ন্ত্রণে আসার পর আগুন নির্বাপণের কাজ (ডানে)।

৩৫. সৈয়দপুর, আলামিন নগর, নারায়ণগঞ্জ-এর শীতলক্ষ্যায় লঞ্চডুবি : গত ২০-৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখ সৈয়দপুর, আলামিন নগর, নারায়ণগঞ্জ-এর শীতলক্ষ্যা নদীতে মালবাহী কার্গো এমভি রূপসীর সাথে ধাক্কা লেগে এমএল আফসার উদ্দিন নামের একটি যাত্রীবাহী ছোট লঞ্চ ডুবে যায়। মোবাইল নম্বর ০১৯৭৬-৪১৫৪৫৯ হতে ১৪-৪০ ঘটিকার সময় সংবাদ পাওয়ার পর নারায়ণগঞ্জ ফায়ার স্টেশন হতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ ডুবুরি টিম পাঠানো হয়। পরে সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন, বন্দর ফায়ার স্টেশন, মুন্সিগঞ্জ ফায়ার স্টেশন ও সদরঘাট নদী ফায়ার স্টেশন হতে জনবল ও জলযান দুর্ঘটনাস্থলে গমন করে। পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ডুবে যাওয়া লঞ্চ থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি কর্তৃক ২ জন পুরুষ, ৪ জন মহিলা, ২টি শিশুসহ মোট ৮ জন এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ২২-৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখ ১৮-১০ ঘটিকায় উক্ত উদ্ধারকার্য সমাপ্ত করা হয়।

শীতলক্ষ্যা নদীতে ডুবন্ত লঞ্চ থেকে ডুবুরিদের উদ্ধারকাজ (বাঁয়ে) এবং গণমাধ্যমের উদ্দেশে পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) এর ব্রিফিং

৩৬. দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান: ২০২১-২২ অর্থবছরে সংঘটিত দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

আগুনের সংখ্যা	আনুমানিক ক্ষতি (কোটি টাকায়)	আনুমানিক উদ্ধার (কোটি টাকায়)	নৌদুর্ঘটনা	সড়ক দুর্ঘটনা	অন্যান্য দুর্ঘটনা	আহত (জন)	নিহত (জন)
২৪,২৩৩	২৮৭.৯৪	১৪৪০.০৩	২০৮টি	৮,২১৪টি	১,৬১৫টি	১১,৯৪৫	১৭৮

৩৭. বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকান্ড সুষ্ঠু টেলি ও বেতার যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। টেলিফোনের মাধ্যমেই জনসাধারণ এ অধিদপ্তরের সেবা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া উন্নতমানের বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে এ বিভাগের অপারেশনাল কর্মকান্ডের তথ্য আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। বেতার যোগাযোগকে সমৃদ্ধ ও আধুনিকীকরণ করতে নাামুখী পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি সারাদেশে বিদ্যমান ফায়ার স্টেশনগুলোকে মোবাইল ফোনের আওতায় আনা হয়েছে। ফলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনগণ এখন ফায়ার সার্ভিসের সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিসের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

সরঞ্জামের নাম	বিভাগের নাম							
	ঢাকা	চট্টগ্রাম	রাজশাহী	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রংপুর	ময়মনসিংহ
রিপিটার	১৬	৩	৬	৪	৩	৩	৪	১
বেইজ ওয়্যারলেস	৮০	৩৭	৬০	৫০	৩২	১৫	৫৩	২৫
কার মোবাইল	৩১৩	৭৩	১২৮	৬১	৩৭	৩০	২৫	৫০
ওয়াকিটকি	৫০০	১০৮	৯৮	৫৪	৪৩	৪৫	৯০	৫০
মোবাইল	১৬৮	৮৬	৬৪	৫০	৫৩	২৫	৫১	৪৪
জনবল	২	২	১	২	৩	৩	-	-

৩৮. ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন: ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীদের বিপদ-আপদে ও পারিবারিক কল্যাণে মানবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গঠিত ফায়ার সার্ভিস ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের অনুকূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ কোটি টাকা সিডমানি প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী দেশের অন্যান্য বাহিনীর ট্রাস্টের ন্যায় ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভর ও আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে এই ট্রাস্টের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. টাংগাইল জেলায় ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কমপ্লেক্স নির্মাণ (নির্মাণ কাজ চলমান)।

২. আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পকারখানা ভবনের ফায়ার সেফটি প্লান প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।

৩. অপারেশনাল কাজে দায়িত্ব পালনকালে ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের আহত-নিহত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান (১৪ লক্ষ টাকা)

৪. ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে ক্রাউড কন্ট্রোল টিমের সদস্য এবং ফায়ার ফাইটার-কাম-ডুবুরিদের জনপ্রতি ৫০০ টাকা হারে মাসিক সম্মানী প্রদান।
৫. ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের ঈদ উৎসব উপলক্ষ্যে আর্থিক অনুদান প্রদান (৭ লক্ষ টাকা)।
৬. ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসন প্রকল্প গ্রহণ (ফায়ার পল্লী-এর কার্যক্রম চলমান)।
৭. ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট-এর অর্থায়নে ২০২২ সালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ৭ জন অবসরগামী কর্মকর্তা-কর্মচারীর ওমরাহ পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৮. যৌথ অংশীদারির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার জন্য ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাথে অনিক কনস্ট্রাকশন লিঃ এবং ঢাকা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ-এর মধ্যে MOU সম্পাদন।
৯. অগ্নিকান্ডসহ যে কোন দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে নিকটবর্তী ফায়ার স্টেশনে দ্রুত সংবাদ প্রেরণের ডিজিটাল ব্যবস্থা Instant Response System (IRS) উদ্ভাবন ও বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

৩৯. জনবল সংক্রান্ত কার্যক্রম

৩৯.১ ২০২০-২১ অর্থবছরে জনবল নিয়োগের বিবরণী: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও চালু করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করার সাথে সাথে জনবল নিয়োগ দিয়ে তা চালু করা হয়। এ জন্য এ অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়াও চলমান। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৪৫৪টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রেণিভিত্তিক পদ সৃজন এবং জনবল নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সৃজিত পদসংখ্যা, কর্মরত জনবল এবং শূন্যপদের সংখ্যা নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:

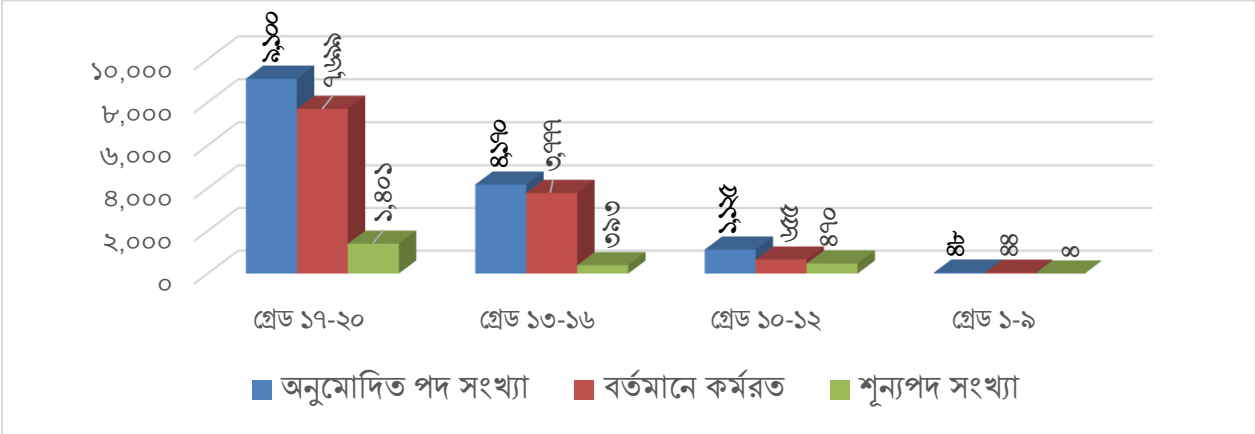

৩৯.২ পদোন্নতি ও অবসর: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোর নিয়মিত কাজের মধ্যে রয়েছে পদোন্নতি ও অবসর। প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে এই অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত পদোন্নতি প্রদান এবং স্বাভাবিক চাকরি শেষে নিয়মিত অবসর প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১ম শ্রেণির পদে ৩০ জন, ২য় শ্রেণির পদে ১০৯ জন, ৩য় শ্রেণির পদে ১৩৬ জনসহ অধিদপ্তরের মোট ২৭৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ থেকে মোট ১১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসরে গেছেন। ১৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসরজনিত পেনশন কেস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১ম শ্রেণির ৫ জন, ২য় শ্রেণির ১৪ জন, ৩য় শ্রেণির ৭৪ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ৩৭ জন।

৪০. উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

৪০.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমির জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জন্য একাডেমি নির্মাণের কাজ ২০২১-২২ অর্থবছরেও চলমান রয়েছে। একাডেমির নাম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি' করার অনুমতি দিয়েছে 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট'। ৯ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ তারিখে মুন্সিগঞ্জের জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে এই একাডেমির জন্য ১০০.৯২ একর জমির হস্তান্তর বুঝে নিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। প্রকল্পের ডিপিপি ও সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) করার জন্য গত ১৫-১২-২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পের খসড়া ডিপিপি ও সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়নকৃত ডিপিপি যাচাই কাজ চলমান রয়েছে।

৪০.২ প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম ও অগ্রগতির বিবরণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে পর্যায়ক্রমে একটি বিশ্বমানের সেবা বাহিনীতে পরিণত করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

৪০.৩ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমানে ৩ (তিন)টি উন্নয়ন প্রকল্প (১৫৬ প্রকল্প, ১১ মডার্ন প্রকল্প , ৪৬ প্রকল্প) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ৩ (তিন)টি প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প মিলিয়ে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ৪৮৯টি ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো হলো:

৪০.৪ দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি (সংশোধিত-১৪৩টি) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প: ১১১০ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির ২য় সংশোধন প্রস্তাব একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এ শ্রেণির-৪টি, বি শ্রেণির-১৩৯টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। ১৫৬টি (সংশোধিত-১৪৩টি) ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প-এর আওতায় জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১০৬১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা; যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৬২% এবং ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। নির্মাণ শেষে চালু করা হয়েছে ১০৯টি ফায়ার স্টেশন। ৩৪টির ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যা চালুর অপেক্ষায় আছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি ৩০ জুন-২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।

১৫৬ প্রকল্পের আওতায় চালু কিশোরগঞ্জের মিঠামইন ফায়ার স্টেশন

১৫৬ প্রকল্পের আওতায় চালু হওয়া রাজবাড়ীর কালুখালী ফায়ার স্টেশন

৪০.৫ প্রকল্প : ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প: ৬১৭ কোটি ১৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির ২য় সংশোধন প্রস্তাব একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের ৫টি জেলার ৭টি উপজেলা/থানায় ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হবে। ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্টেশন নির্মাণ খাতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৪৫ কোটি ৭০ লক্ষ ১৮

হাজার টাকা; অগ্রগতি ৭২.২১%। জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে ১১টি ফায়ার স্টেশনের। ৬টি স্টেশনের নির্মাণকাজ চলমান, ৪টির পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন চট্টগ্রামের কর্ণফুলী ফায়ার স্টেশন পরিদর্শন

১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রূপপুর গ্রীনসিটি-পাবনা ফায়ার স্টেশন

১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন গাজীপুরের সারাবো ফায়ার স্টেশন

৪০.৬ ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প: সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি স্টেশনে ডুবুরি ইউনিট এর সাজসরঞ্জাম এবং ২১ জন ডুবুরিসহ স্কুবা ডাইভিং-এর জন্য সর্বমোট ১১৯টি পদ সৃজনের সংস্থান রয়েছে। এসব ডুবুরি ইউনিট-এর ৩৩ ধরনের সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৩ ধরনের সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৭ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৯২% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটি জুন-২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের ডুবুরি সংখ্যা ২৫টি থেকে বৃদ্ধি করে ৫১টিতে উন্নীত করা হয়েছে।

৪০.৭ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প: ২৮৯ কোটি ১৭ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৮টি স্টেশন নির্মাণের সংস্থান রেখে প্রকল্পটির একনেক কর্তৃক ৩য় সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এ শ্রেণির-১৪টি, বি শ্রেণির-৩২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। ৪৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন (সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় স্টেশন নির্মাণ খাতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৬১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা; যার আর্থিক অগ্রগতি ৯০.৫৯% এবং ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। নির্মাণ শেষে চালু হয়েছে ৩৩টি ফায়ার স্টেশন। ৫টির ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যা চালুর অপেক্ষায় আছে। প্রকল্পটি জুন-২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।

২৫ প্রকল্পের আওতায় চালু হওয়া কিশোরগঞ্জের নিকলী ফায়ার স্টেশন

২৫ প্রকল্পের আওতায় চালু হওয়া মুন্সিগঞ্জ সদর ফায়ার স্টেশন

৪০.৮ স্ট্রেংথেনিং এবিলিটি অব ফায়ার ইমারজেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট: ৮০ কোটি ৬২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল অক্টোবর, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্প এলাকা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলা। জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৮ কোটি ১৬ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় KOICA-এর অর্থায়নে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে একটি Emergency Response Control Center (ERCC) নির্মাণসহ Hardware/Software, Software development/Localization/ Customization, Field video System, Operation System Inspection এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ-এর সংস্থান রয়েছে। ERCC ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.৭৫%।

ইমারজেন্সি রেসপন্স কন্ট্রোল সেন্টারের (ইআরসিসি) ভেতরের দৃশ্য

নির্মাণসম্পন্ন ইমারজেন্সি রেসপন্স কন্ট্রোল সেন্টার (ইআরসিসি) ভবন

৪০.৯ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের নাম ও কাজের অগ্রগতির ছক :

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগিত
১	১৫৬টি (সংশোধিত-১৪৩টি) ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই-১২ হতে জুন-২২	১১১০৪৭	৯৬%	১০০%
২	২৫টি (সংশোধিত ৪৬) ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	জানুয়ারি-১১ হতে জুন-২২	২৮৯১৮	৯১%	১০০%
৩	১১ মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	জানুয়ারি-১৯ হতে জুন-২৩	৬১৭১৯	৭২%	৭০%
৪	ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই-১৮ হতে জুন-২২	৪৯৯৮	৯৬%	১০০%
৫	স্ট্রেংথেনিং এবিলিটি অব ফায়ার ইমারজেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রকল্প	অক্টোবর-১৮ ডিসেম্বর-২২	৮০৬২	৬০%	৯৮%

৪০.১০ অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের জন্য সাজ-সরঞ্জামাদি ক্রয়: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সাজ-সরঞ্জাম প্রাধিকার কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট থেকে ১৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৯ ধরনের বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম এবং ১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় গত অর্থবছরে ১২৫ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৮ প্রকারের অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া ডুবুরি প্রকল্পের আওতায় ১২ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ব্যয়ে ৯ ধরনের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে।

৪০.১১ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফায়ার স্টেশন ও সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের ছবি:

২৪ এপ্রিল ২০২২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন	রাজবাড়ীর কালুখালী ফায়ার স্টেশন	খুলনার দাকোপ ফায়ার স্টেশন
টিটিএল, ৬৮ মিটার	পানিবাহী গাড়ি	ক্যামিক্যাল ফায়ার স্যুট (সিপিএস)
কেমিক্যাল টেন্ডার	ডুবুরিদের ডাইভিং অ্যাপারেটাস	পোর্টেবল পাম্প
এয়ার কমপ্রেশার	চেইন স	রোটারি রেসকিউ স

৪১. ২০২১-২০২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৪১.১ পিজিডি কোর্স ও ফায়ার সিমুলেটরের শুভ উদ্বোধন : মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ২০২১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পেশাগত দক্ষতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পিজিডি কোর্স এবং অপারেশনাল কাজের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো বাস্তবমুখী করার লক্ষ্যে ফায়ার ফাইটিং সিমুলেটর-এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। পিজিডি কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ মশিউর রহমান এবং সিমুলেটরের শুভ উদ্বোধন করেন অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক মহোদয়।

অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ফায়ারফাইটিং সিমুলেটরের শুভ উদ্বোধন (বাঁয়ে) এবং সিমুলেটরে ফায়ারফাইটারদের প্রশিক্ষণ মহড়া

৪১.২ আন্তবিভাগীয় পেশাগত প্রতিযোগিতা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অপারেশনাল কাজে পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে আন্তবিভাগীয় পেশাগত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ফায়ার সার্ভিসের সকল বিভাগের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। পেশাগত কাজের দক্ষতা যাচাইয়ের এই প্রতিযোগিতা ৫ দিনব্যাপী পূর্বাচলে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিস মাল্টিপারপাস ট্রেনিং কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিভাগীয় প্রতিযোগিতার সমাপনী দিবসে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের ভাষণ (বাঁয়ে) এবং বিজয়ীদের ফটোসেশন

৪২. সেবামূলক বিশেষ কার্যক্রম

৪২.১ রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অগ্নিনিরাপত্তা : উখিয়া ফায়ার স্টেশনের নিয়মিত জনবলের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থান থেকে বর্ধিত জনবল ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাজ-সরঞ্জাম সংরক্ষণ করা হয়েছে, যাতে অগ্নিকান্ডসহ যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা নিয়ে রেসপন্স করা যায়। উল্লেখ্য, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ২০২১-২২ অর্থবছরে সংঘটিত ৫৯টি অগ্নিদুর্ঘটনায় অংশ নিয়ে উখিয়া ফায়ার স্টেশন থেকে ৯৪ লাখ ৪০ হাজার টাকার সম্পদ রক্ষা করা হয়েছে। এসব

দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২৯ লাখ ৮৩ হাজার টাকা। এসব অগ্নিকান্ডে ১ জন নিহত এবং ৫ জন আহত হয়েছে। ১০টি অন্যান্য দুর্ঘটনায় অংশ নিয়েছে উখিয়া ফায়ার সার্ভিস, এতে ৩ জনের মৃতদেহ ও ৯ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ৪৪টি মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে এবং ৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৬২১ জন রোহিঙ্গাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪২.২ মেলা ও প্রদর্শনীতে নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন: ২০২১-২২ অর্থবছরে অমর একুশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স থেকে অগ্নি নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাসহ চাহিদার পিরপ্রেক্ষিতে নিয়মিতভাবে পুরো অর্থবছরব্যাপী বিভিন্ন মেলা, প্রদর্শনী ও সভা-সেমিনারে অগ্নিনিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন রাখা হয়েছে।

৪২.৩ ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজ নিয়মিত আপডেটকরণ: সকল সেবা সম্পর্কে সকলকে নিয়মিত অবহিত করার উদ্দেশ্যে এবং সেবা গ্রহণের সুবিধা সৃষ্টির অংশ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং ফেইজবুক পেজ খোলা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে নিয়মিতভাবে এই ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেজ আপডেট করা হয় এবং সর্বশেষ তথ্য তাতে সন্নিবেশ করা হয়। অধিদপ্তরের পদায়ন, বদলি, আদেশ-নির্দেশসহ সকল অফিসিয়াল পত্র সারা দেশের সব জায়গা থেকে দেখার ও সংগ্রহ করার সুবিধার্থে নিয়মিতভাবে এই সাইট দুটিতে আপলোড করা হয়েছে। ফলে সকলের পক্ষে স্বল্প সময়ে ও সহজেই সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। ওয়েবসাইট ও ফেইসবুকের ঠিকানাঃ http://www.fireservice.gov.bd এবং https://www.facebook.com/fscd.bd

ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব ওয়েবসাইট

ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব ফেইসবুক পেজ

৪২.৪ প্রধান প্রধান রাস্তা ধুলামুক্ত করার লক্ষ্যে পানি ছিটানো: মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসরণে ২০২১-২২ অর্থবছরেও ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা ধুলামুক্ত রাখার জন্য পানি ছিটানো হয়। শহরকে ধুলা-বালুমুক্ত ও বসবাস উপযোগী রাখার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বিভিন্ন ফায়ার স্টেশন নিয়মিত পানি ছিটানোর এই কাজ সম্পাদন করেছে।

৪২.৫ উৎসবে-আয়োজনে ঘরমুখো মানুষকে নিরাপত্তা সেবা প্রদান: প্রতিবছরের মত ২০২১-২২ অর্থবছরেও ঈদ ও বিভিন্ন উৎসব-আয়োজনে শহর থেকে ঘরে ফেরার সময় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স লঞ্চ টার্মিনাল ও নৌ পারাপার এলাকায় ডুবুরিসহ নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করেছে। শিশু, বৃদ্ধ ও সাহায্য প্রয়োজন এমন মানুষকে তারা নৌযানে উঠতে-নামতে সহায়তা করেছে। প্রতিবছরই এ সময় নৌ-দুর্ঘটনা ঘটে। মহিলা, প্রতিবন্ধী, বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশুদের লঞ্চ/ট্রলার ও বাসে উঠার ক্ষেত্রে যাতে দুর্ঘটনার শিকার হতে না হয় সে জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীগণ বিশেষ সহায়তা প্রদানসহ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং সতর্কতামূলক মাইকিং করেছে।

৪২.৫ ডিজি কাপ ফুটবল খেলার আয়োজন : প্রতিবছরের মতো ২০২১-২২ অর্থবছরেও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের মধ্যে ডিজি কাপ মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। মানসিক প্রশান্তি ও শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার লক্ষ্যে অপারেশনাল ও ননঅপারেশনাল কর্মীদের ৮টি দলে ভাগ করে এ খেলার আয়োজন করা হয়। চূড়ান্ত খেলায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের হাতে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় ট্রফি তুলে দেন।

ডিজি কাপ মিনি ফুটবল খেলার চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারী দল ও চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেয়ার দৃশ্য